সারাংশ

মানব জীবনের এক প্রাথমিক/সাধারণ লক্ষ্য হল সুখ। সুখের তাগিদে মানুষ বাঁচে, বিভিন্ন রকম কাজ করে, প্রকল্প গঠন করে, বন্ধুত্ব করে, অপরকে সাহায্য করে, সম্পর্ক তৈরি করে। দার্শনিক প্রেক্ষিতে সুখের অস্তিত্ব, স্বরূপ ও সুখ লাভের উপায়কে কেন্দ্র করে নানা অভিমত পাওয়া যায়। কেউ কেউ মনে করেন সুখ এক মানসিক অবস্থা; কেউ কেউ আবার যাপনের গুণে ব্যক্তির সুখী জীবনকে নির্দেশ করেন। অনেক দার্শনিক মানুষের নৈতিক লক্ষ্য রূপে সুখ'কে বর্ণনা করেছেন। এই গবেষণা সন্দর্ভে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হল সুখের স্বরূপ বিশ্লেষণ। এই কাজের জন্য যে পরিধি নির্বাচন করা হয়েছে, তা হল গ্রীক নীতিদর্শন। গবেষণা পরিসরকে চার জন বিশিষ্ট সুখবাদী গ্রীক দার্শনিকের ভাবনার মধ্যে সীমায়িত রাখা হয়েছে। সেই চার জন দার্শনিক যথাক্রমে অ্যারিস্টিপাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল ও এপিকিউরাস।

এই গবেষণা সন্দর্ভের লক্ষ্য এবং পদ্ধতি: গ্রীক নীতি দর্শনের আঙ্গিকে সুখ বিষয়ক মতবাদগুলির নৈতিক তাৎপর্য কি তা দেখা এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করাই হল এই গবেষণা সন্দর্ভের লক্ষ্য।

এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ এবং বিচারমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে এই গবেষণা কার্যটি সম্পাদিত হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন: মূলত তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই গবেষণা কার্যটি সম্পাদনের প্রচেষ্টা হয়েছে। প্রশ্ন তিনটি হল –

১) গ্রীক নীতি দর্শনের প্রেক্ষিতে সুখের স্বরূপ কি ?

২) সুখ এবং সদগুণের মধ্যে সম্বন্ধ কি ?

৩) বর্তমান সমাজ ও নৈতিকতার আঙ্গিকে গ্রীক নীতিদর্শনের সুখ বিষয়ক মতবাদগুলির প্রাসঙ্গিকতা কি?

এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে গবেষণা সন্দর্ভটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গ্রীক নীতিবিদ অ্যারিস্টিপাস (c. 435—356 B.C.E.) অনুসরণে সুখ ও শুভ জীবন বিষয়ে বিচারমূলক আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্লেটোর (427—347 B.C.E.) *প্রোটাগোরাস, রিপাবলিক* এবং *ফিলেবাস* – এই তিনটি সংলাপ অনুসরণে তাঁর সুখ বিষয়ক ভাবনা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অ্যারিস্টটল (384 B.C.E. —322 B.C.E.)-এর *নিকোমেকিয়ান এথিক্স* অবলম্বনে ইউডিমোনিয়া'র স্বরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে এপিকিউরাসের (341-270 B.C.) সুখ বিষয়ক ধারণার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে।

গ্রীক দার্শনিক তথা সুখবাদের প্রবক্তা অ্যারিস্টিপাস সুখ লাভ ও সুখী জীবনের জন্য তাঁর অনুগামীদের কতগুলি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ রূপে বিবেচনার কথা বলেছেন, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল- আত্মনিয়ন্ত্রণ, দূরদর্শিতা, মাত্রাবোধ, স্বাধীনতা, স্বশাসন, ব্যবহারিক প্রজ্ঞা, সহানুভূতি, অভিযোজন যোগ্যতা, ধন-সম্পদ, শরীর চর্চা ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা/কল্যাণ। যেহেতু সুখ লাভ করাকে তিনি জীবনের মূল লক্ষ্য রূপে গণ্য করেছেন তাই এই সকল বিষয়কে তিনি সুখ লাভের সহায়ক সদগুণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অপরদিকে প্লেটোর দর্শনে আমরা যেসকল সদগুণের আলোচনা পেয়ে থাকি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - প্রজ্ঞা, ন্যায়/ন্যায়বিচার, সাহস, আত্মনিয়ন্ত্রণ, মাত্রাবোধ বা আধিক্যহীনতা (moderation), ইত্যাদি। একইরকমভাবে অ্যারিস্টটল তাঁর *নিকোমেকিয়ান এথিক্স* গ্রন্থে সদগুণের দুটি বিভাগ করেছেন - বৌদ্ধিক সদগুণ এবং নৈতিক সদগুন। দার্শনিক জ্ঞান, বিচারবোধ, এবং বাস্তব জ্ঞান ইত্যাদি বৌদ্ধিক সদগুন, আর উদারতা, মিতাচার, সম (mean) নৈতিক

সদগুণ। অন্যদিকে এপিকিউরাস-এর দর্শনে আমরা যেসকল সদগুণের উল্লেখ পাই তার মধ্যে অন্যতম হল- দূরদর্শিতা, মিতাচার, সাহস, ন্যায়বিচার এবং সেই সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বকে সুখী জীবন লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে গণ্য করেছেন।

কিভাবে শুভ জীবন লাভ করা যাবে এবং কোন কাজগুলিকে সদগুনসম্পন্ন বলে বিবেচনা করা হবে, সে বিষয়ে এই নীতিবীদগণের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল বা ঐক্যমত নেই। তবে প্রায় সকলেই কিছু সাধারণ সদগুণের উল্লেখ করেছেন যেমন- ন্যায়/ন্যায্যতা/সাম্য, মাত্রাজ্ঞান/ভারসাম্য/সম বা গড়, আত্মনিয়ন্ত্রণ/সংযম, সাহস ইত্যাদি।

সদগুণ বিষয়ে চার জন দার্শনিকেরই নিজস্ব বক্তব্য আছে। তাঁরা প্রত্যেকেই এক বা একাধিক সদগুণের উল্লেখ করেছেন এবং সুখের সঙ্গে সদগুণের সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। যেমন- অ্যারিস্টটল তাঁর যে নৈতিক সদগুণ mean-এর মাধ্যমে আনন্দময় অবস্থায় পৌঁছানোর কথা বলেছেন। তেমনই অ্যারিস্টিপাস তাঁর দর্শনে সংযম বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণকে সদগুণ বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সুখকে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলেও বর্তমানে অনুপস্থিত কোনও বিষয়ের জন্য বিচলিত বা উদ্বিগ্ন না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। প্লেটোর দর্শনে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে প্রকৃত সুখী ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ন্যায়ের সঙ্গে সুখের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি ন্যায় পথ অবলম্বন করে তবে একটা সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব হয়।

এপিকিউরাস সদগুণকে সুখী জীবন লাভের উপায় বলে মনে করেন। তাঁর দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তিনি ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এই ভয় থেকে মুক্তির জন্য নানা উপায়ের কথা বলেছেন। ব্যক্তির সুখী জীবনের প্রতিবন্ধক হল তার ভয়। সুখী জীবনের জন্য ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা আমরা এপিকিউরাস এর দর্শনে পাই।

আজকের যুগে দাঁড়িয়ে নৈতিকতায় প্রাসঙ্গিকতার কথা বলতে গেলে মানসিক স্বাস্থ্যকে কখনোই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আমাদের ভাবনা চিন্তা বা কর্মের মধ্যে যে সংকীর্ণতা আমরা লক্ষ্য করি সেক্ষেত্রে মানসিক পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি যদি নিজেই মানসিকভাবে সুস্থ না থাকে তবে তার পক্ষে অন্যকে বোঝা বা অন্যের কথা ভাবাটাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। ব্যক্তির যেমন নিজে ভালো থাকা প্রয়োজন, তেমনই অপরকে বোঝা বা অপরের কথা ভাবা, অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থেকে কাজ করা কাম্য। এই সমস্ত কিছুর জন্য ব্যক্তির মানসিক ভাবে সুস্থ থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আর যখন আমরা স্বাধীন বা মুক্ত মনে চিন্তা করতে পারি তখনই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা সম্ভব হতে পারে এবং ভাবনার মধ্যেও শুভ বিষয়ের উদ্রেক হতে পারে যেমনটা অ্যারিস্টটল বলেছেন – যিনি যত বেশি মননে সক্ষম তিনি তত বেশি সুখী। অর্থাৎ শুভ জীবন লাভের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার মধ্যে যেগুলি আজকের যুগে নৈতিকতার পরিধিতে বিশেষ স্থান পেতে পারে সেই গুনগুলি হল — আত্মনিয়ন্ত্রণ, সংযম, স্বাধীনতা, ভয় থেকে মুক্তি/সাহস, ন্যায়, সম (mean), বন্ধুত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক আবেগ।

নৈতিক শুভ কাজ করার প্রেরণা সদগুনের মাধ্যমেই আসা সম্ভব। ব্যক্তি যদি সদগুন চর্চা করেন এবং সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হন তবেই তার মধ্যে ভালো কাজ করার প্রেরণা তৈরি হতে পারে, কাজেই নৈতিকতার তথা শুভ জীবনের খাতিরে সদগুণের অনুশীলন করা বিশেষভাবে জরুরী।

পরিশেষে এপিকিউরাস-এর মত অনুসরণ করে বলা যায়, প্রশান্তি ও আনন্দ সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তার পুনর্গঠন, ভয়ের মোকাবিলা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা আবশ্যক। জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় বিক্ষুব্ধ/অশান্ত হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য আমাদের প্রত্যেককে প্রস্তুত হতে হবে। দুঃখ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা না গেলেও তাকে সহনীয় করে তোলা সম্ভব বলে উনি দাবি করেন।

শারীরিক বেদনার মধ্যেও সুখ অনুভব করার প্রচেষ্টা করা সম্ভব- এই আশ্বাস তিনি দিয়েছেন। তাঁর নীতি ভাবনায় সুখ ও শুভ জীবনের সঙ্গে সদ্গুণের গভীর সম্বন্ধ রচনা করে এমন একটি আদর্শ যাপনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের জীবন দর্শন হয়ে উঠতে পারে। তাঁর দর্শনে জীবনকে সুখী ও চিন্তামুক্ত করার উপায়রূপে যে চারটি মূল মন্ত্রের (*tetrapharmakos*) উল্লেখ করা হয়েছে, তা আজকের যুগেও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।